যোয়েলের গ্রন্থ এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা - সংখ্যা পঁয়ত্রিশ

Jeff Pippenger
2026-01-27

পঁয়ত্রিশ নম্বর

Early Writings-এর ৮১তম পৃষ্ঠায় (এবং '৮১' একজন ঈশ্বরীয় মহাযাজক ও আশি জন যাজকের প্রতীক), উইলিয়াম মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্ন লিপিবিদ্ধ আছে। নেবুখদ্নেজ্জারের সদৃশই, উইলিয়াম মিলারেরও দুটি স্বপ্ন ছিল। দানিয়েলের চতুর্থ অধ্যায়ে নেবুখদ্নেজ্জারের দ্বিতীয় স্বপ্নটি লেবীয় পুস্তক ২৬-এ মোশির 'সাতবার'-এর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। মিলার যখন ২,৫২০ শিক্ষা দিতেন—যদিও তিনি একে 'সাতবার' বলতেন—তখন তিনি লেবীয় পুস্তক ২৬-এর 'সাতবার' উদ্ভাসিত করতে দানিয়েলের চতুর্থ অধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন। মিলার উপলব্ধি করেননি যে তিনি নেবুখদ্নেজ্জার দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিলেন; তবে দানিয়েলের চতুর্থ অধ্যায়ে নেবুখদ্নেজ্জারের ২,৫২০ দিনের সময়কালটি 'scatter' শব্দটির দ্বারাও এবং এটি যে 'সাতবার' সংঘটিত হয় সেই সত্যের দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব করে—মিলারের স্বপ্নে 'dirt brush man' আগমনের পূর্বে।

সিস্টার হোয়াইট মিলারকে 'পিতা মিলার' বলে সম্বোধন করেন, তবে ক্যাথলিকদের মতো পৌত্তলিক ভঙ্গিতে নয়, বরং পিতৃপুরুষীয় অর্থে, পিতৃপুরুষ আব্রাহামের ন্যায়। মিলার এক প্রতীক; তিনি একজন চুক্তির মানুষ, যিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে অন্তিম চুক্তির পথে বাইবেলীয় প্রতীকসমূহের শৃঙ্খলের প্রতিনিধিত্ব করেন। যোয়েল আমাদের জানান যে, শেষ দিনগুলোতে বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখবেন; আর উইলিয়াম মিলার আমাদের ইতিহাসের সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি, এবং তিনিই সেই কৃষক, যিনি উইলিয়াম টিন্ডেলের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিলেন: 'যদি ঈশ্বর আমার জীবন রক্ষা করেন, অনেক বছর না যেতেই আমি এমন করব যে লাঙল চালানো এক বালকও পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক জানবে।'

> "ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতকে প্রেরণ করেছিলেন এমন এক কৃষকের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে, যিনি বাইবেলে বিশ্বাস করতেন না, যাতে তাকে ভাববাণীগুলি অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করা যায়। ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা সেই মনোনীত ব্যক্তির কাছে বারবার উপস্থিত হয়েছিলেন, তার মনকে পরিচালিত করতে এবং ঈশ্বরের প্রজাদের নিকট যে ভাববাণীগুলি সর্বদা দুর্বোধ্য ছিল, সেগুলি তার বোধগম্যের জন্য উন্মুক্ত করতে। সত্যের শৃঙ্খলের সূচনা তাকে দেওয়া হয়েছিল, এবং তিনি একের পর এক কড়ি অনুসন্ধান করতে পরিচালিত হয়েছিলেন, যতক্ষণ না তিনি বিস্ময় ও মুগ্ধতায় ঈশ্বরের বাক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সেখানে তিনি সত্যের এক পরিপূর্ণ শৃঙ্খল দেখলেন। যে বাক্যকে তিনি অপ্রেরিত বলে গণ্য করেছিলেন, তা-ই তখন তার দৃষ্টির সম্মুখে তার সৌন্দর্য ও মহিমায় উন্মুক্ত হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, শাস্ত্রের একটি অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে; এবং যখন কোনো একটি অনুচ্ছেদ তার বোধগম্যের জন্য বন্ধ ছিল, তখন তিনি বাক্যের অন্য অংশে এমন কিছু খুঁজে পেতেন যা তার ব্যাখ্যা দিত। তিনি ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যকে আনন্দের সঙ্গে এবং গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভয়ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।" Early Writings, 230.

মিলার ছিলেন সেই কৃষক যিনি টিন্ডেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করছিলেন, এবং দানিয়েলের ৮:১৪-এর সীলমোহর উন্মোচন থেকে তিনি যে ভাববাদীয় জ্ঞান সংকলিত করছিলেন, তার প্রথম প্রকাশনা হয়েছিল ১৮৩১ সালে, যা ছিল বাইবেলের কিং জেমস সংস্করণ প্রকাশের দুইশ বিশ বছর পর। জন উইক্লিফ, উইলিয়াম টিন্ডেল এবং ১৬১১ সালে কিং জেমস বাইবেলের প্রকাশনা—এই তিনটি মাইলফলক সেই দুইশ বিশ বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা নির্দেশ করে, যা সমাপ্ত হয় সেই সময়ে যখন টিন্ডেলের ‘হালচাষি বালক’ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার জন্য ঈশ্বরের বাক্য উন্মোচন করবে, যে বার্তাকে আরও দুই স্বর্গদূত অনুসরণ করার কথা ছিল। সেই প্রথম স্বর্গদূতের আগমন ঘটে ১৭৯৮ সালে, এবং তৃতীয়টির ১৮৪৪ সালে। উইক্লিফ, টিন্ডেল এবং কিং জেমস সম্পৃক্ত সেই কৃষকের সঙ্গে, যিনি টিন্ডেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং যিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ অবধি তিন স্বর্গদূতের ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করবেন।

উইলিয়াম মিলারের আলফা আবিষ্কার ছিল লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের ২,৫২০ বছর, এবং তাঁর ওমেগা আবিষ্কার ছিল দানিয়েলের ৮:১৪-এর ২,৩০০ বছর। যিহূদার ২,৫২০ বছরের বিচ্ছুরণ খ্রিষ্টপূর্ব ৬৭৭ সালে আরম্ভ হয়ে ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হয়। দানিয়েলের ৮:১৪-এর ২,৩০০ বছর ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হয়। উভয়ই ১৮৪৪ সালে একত্রে সমাপ্ত হয়, এবং উইলিয়াম মিলারের আলফা ও ওমেগা আবিষ্কার দুটির সূচনাবিন্দু পরস্পর থেকে দুইশ কুড়ি বছর ব্যবধানে ছিল। “দুইশ কুড়ি” উইলিয়াম মিলারের একটি প্রতীক, দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে। মিলারের আলফা ও ওমেগা আবিষ্কার ১৭৯৮ ও ১৮৪৪ দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে ২,৫২০-বছরের বিচ্ছুরণ ১৭৯৮ সালে সমাপ্ত হয়, এবং ছেচল্লিশ বছর পরে ১৮৪৪ সালে ২,৩০০ বছর সমাপ্ত হয়।

১৭৯৮ সালে সমাপ্ত ২,৫২০ বছর সেই তারিখটিকে চিহ্নিত করে, এবং ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত যিহূদার বিরুদ্ধে ২,৫২০ বছর দুইশ কুড়ি বছরের একটি পর্ব উৎপন্ন করে। এর অর্থ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ২,৫২০ ছেচল্লিশ বছরের এক ভাববাদীয় পর্ব উৎপন্ন করে, এবং যিহূদার বিরুদ্ধে ২,৫২০ দুইশ কুড়ি বছরের এক ভাববাদীয় পর্ব উৎপন্ন করে। ঐ পর্বটির আলফা হলো ৬৭৭ খ্রিস্টপূর্ব এবং ওমেগা হলো ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্ব, অর্থাৎ ছেচল্লিশ বছরের পর্ব ও দুইশ কুড়ি বছরের পর্ব—উভয়ের আলফা ২,৫২০ দ্বারা নির্দেশিত, এবং উভয় কালরেখার ওমেগা ২,৩০০। ২,৫২০ বছরের দুটি "বিচ্ছিন্নতা" এমন এক পর্বের দুই সাক্ষ্য প্রদান করে, যা ২,৫২০ দিয়ে শুরু হয়ে ২,৩০০ দিয়ে সমাপ্ত হয়। ঐ দুটি কালরেখা উভয়ই উইলিয়াম মিলারের আলফা ও ওমেগা আবিষ্কারসমূহকে চিহ্নিত করে।

> উইলিয়াম মিলারের স্বপ্ন
>
> আমি স্বপ্ন দেখলাম যে ঈশ্বর, অদৃশ্য এক হাতের দ্বারা, আমাকে বিচিত্র কারুকার্যে নির্মিত একটি ছোট সিন্দুক পাঠালেন—প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি বর্গাকার—যা ইবোনি কাঠ ও মুক্তায় নিপুণভাবে খচিত ছিল। সিন্দুকটির সঙ্গে একটি চাবি লাগানো ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই চাবিটি নিয়ে সিন্দুকটি খুললাম; তখন আমার বিস্ময় ও আশ্চর্যের সীমা রইল না, দেখলাম সেটি নানা রকম ও আকারের রত্ন, হীরা, মূল্যবান পাথর, এবং নানাবিধ মাপ ও মূল্যের সোনা-রুপোর মুদ্রায় পরিপূর্ণ; সেগুলো সিন্দুকের নিজ নিজ স্থানে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল; আর এভাবে সাজানো অবস্থায় তারা এমন আলো ও জ্যোতি প্রতিফলিত করছিল, যার তুলনা কেবল সূর্যের সঙ্গে চলে।
>
> এর দ্যুতি, সৌন্দর্য এবং অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মূল্য দেখে আমার হৃদয় উল্লাসে ভরে উঠেছিল বটে, তবু এই বিস্ময়কর দৃশ্য একা উপভোগ করা আমার কর্তব্য নয় বলে আমি

মনে করেছিলাম। তাই আমি সেটি আমার ঘরের সেন্টার টেবিলে রেখে খবর ছড়িয়ে দিলাম যে যার ইচ্ছে সে এসে এই জীবনে মানুষের দেখা সবচেয়ে মহিমান্বিত ও দীপ্তিময় দৃশ্যটি দেখে যেতে পারে।

মানুষেরা প্রবেশ করতে আরম্ভ করল; প্রথমে সংখ্যা ছিল অল্প, কিন্তু ক্রমে তা ভিড়ে পরিণত হলো। যখন তারা প্রথমে রত্নসিন্দুকে দৃষ্টিপাত করত, তখন তারা বিস্মিত হতো এবং আনন্দে উল্লাসধ্বনি তুলত। কিন্তু দর্শকের সংখ্যা বাড়লে, সকলেই রত্নাবলীতে নাড়াচাড়া করতে শুরু করত; সেগুলি রত্নসিন্দুক থেকে বাহির করে মেজের উপর ছড়িয়ে দিত।

আমি ভাবতে শুরু করলাম যে মালিক রত্নপেটিকা ও রত্নরাজি আবার আমার কাছ থেকেই ফেরত দাবি করবেন; এবং আমি যদি এগুলো ছড়িয়ে পড়তে দিই, তবে আগের ন্যায় আর কখনো রত্নপেটিকার নিজ নিজ স্থানে এগুলো রাখতে পারব না; এবং অনুভব করলাম, আমি কখনোই সেই জবাবদিহির ভার সামলাতে পারব না, কারণ তা হবে বিপুল। তখন আমি লোকদের অনুরোধ করতে শুরু করলাম, যেন তারা এগুলো স্পর্শ না করে, এবং রত্নপেটিকা থেকে বের না করে; কিন্তু আমি যতই অনুরোধ করেছি, তারা ততোই ছড়িয়ে দিয়েছে; এবং এখন মনে হলো, তারা সেগুলো ঘরের সর্বত্র, মেঝেতে এবং ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি তখন দেখলাম, আসল রত্ন ও মুদ্রার মাঝে তারা অগণিত নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের নীচ আচরণ ও অকৃতজ্ঞতায় আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম এবং সে জন্য তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলাম; কিন্তু আমি যতই তিরস্কার করলাম, তারা ততই আসলগুলোর মধ্যে নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়াতে লাগল।

আমি তখন আমার দেহাত্মায় ক্ষুব্ধ হলাম এবং তাদের ঘর থেকে ঠেলে বের করতে শারীরিক বল প্রয়োগ করতে শুরু করলাম; কিন্তু আমি যখন একটিকে বের করছিলাম, তখনই আরও তিনটি ঢুকে পড়ত এবং ময়লা, কাঠের কুচি, বালি, আর নানারকম জঞ্জাল এনে দিত, যতক্ষণ না তারা প্রকৃত রত্ন, হীরা ও মুদ্রাগুলোর প্রতিটিকে ঢেকে দিত—সবই চোখের আড়ালে চলে যেত। তারা আমার গহনার বাক্সটিকেও টুকরো টুকরো করে জঞ্জালের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। আমি ভাবলাম, আমার দুঃখ বা ক্রোধকে কেউই গুরুত্ব দেয় না। আমি সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত ও হতাশ হয়ে পড়লাম, বসে পড়ে কাঁদলাম।

এইরূপে যখন আমি আমার মহা ক্ষতি ও দায়বদ্ধতার জন্য কাঁদিতেছিলাম ও বিলাপ করিতেছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিলাম, যেন তিনি আমাকে সহায়তা প্রেরণ করেন।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল, এবং লোকেরা সকলেই ঘরটি ত্যাগ করামাত্র একজন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল; এবং তিনি, হাতে ময়লা ঝাড়ার ব্রাশ নিয়ে, জানালাগুলো খুললেন এবং ঘর থেকে ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করলেন।

আমি তাকে বিরত থাকতে চিৎকার করে বললাম, কারণ আবর্জনার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু মূল্যবান রত্ন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'ভয় করো না', কারণ তিনি তাদের 'দেখভাল করবেন'।

তখন, সে ধুলো আর আবর্জনা, নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ঝাড়তে ঝাড়তে, সেগুলো সব মেঘের মতো উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল, আর বাতাস সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। হুড়োহুড়িতে আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম; আবার খুলতেই দেখলাম, আবর্জনা

> সব গায়বে। মূল্যবান রত্ন, হীরা, সোনা আর রূপোর মুদ্রা সারা ঘরে প্রাচুর্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল।
>
> তারপর তিনি টেবিলের ওপর একটি সিন্দুক রাখলেন, যা আগেরটির চেয়ে অনেক বড় এবং আরও সুন্দর, এবং মুঠোভরে রত্ন, হীরা, মুদ্রা তুলে সেগুলো সিন্দুকে ঢেলে দিলেন, একটিও বাকি না থাকা পর্যন্ত, যদিও কিছু হীরা পিনের ডগার চেয়েও বড় ছিল না।
>
> তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'এসো এবং দেখো'।
>
> আমি পেটিকার ভেতরে তাকালাম, কিন্তু দৃশ্য দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওগুলো তাদের আগের মহিমার দশগুণ জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। আমি ভেবেছিলাম, যারা সেগুলোকে ধুলোয় ছড়িয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দুষ্ট লোকদের পায়ে বালিতে ঘষা খেয়ে ওগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। ওগুলো পেটিকার মধ্যে চমৎকার শৃঙ্খলায় সাজানো ছিল, প্রত্যেকেটি নিজ নিজ স্থানে, যিনি সেগুলো ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনো দৃশ্যমান পরিশ্রম ছাড়াই। আমি অত্যন্ত আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, আর সেই চিৎকারেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৮১-৮৩।

পৃষ্ঠা "41" থেকে শুরু করে—যা যাজকদের একটি প্রতীক—স্বপ্নটি লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের সেই ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, যেখানে উক্ত চার্চ উইলিয়াম মিলারের মানবীয়তার মাধ্যমে, ঈশ্বরত্ব কর্তৃক সমবেত করা ভিত্তিগত সত্যসমূহ ধ্বংস করার কাজ সম্পাদন করেছে। ইতিহাসটি সমাপ্ত হয় যখন মিলার "অত্যন্ত আনন্দে চিৎকার করলেন" এবং সেই চিৎকার তাকে "জাগিয়ে তুলল"। স্বপ্নে উপস্থাপিত ইতিহাস তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বানে সমাপ্ত হয়, যা মধ্যরাত্রির আহ্বানের শিখরবিন্দু। মিলারের স্বপ্নের ঐতিহাসিক বর্ণনা মিলারাইট ইতিহাসের পথচিহ্নগুলোকেও উপস্থাপন করে, এবং তাই এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের সমান্তরাল ইতিহাসকেও উপস্থাপন করে। সমান তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই যে, স্বপ্নের ঐতিহাসিক উপস্থাপনাটিতে ২০২৩ সালে পুনরাবৃত্তি শুরু হওয়া ইতিহাসের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টালও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সত্যের রত্নসমূহ, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছিল, ২০০৪ সালে এবং পরে ২০১২ সালে—যখন হাবাক্কূকের সারণিসমূহের উপস্থাপনা এমন একদলকে সমবেত করেছিল, যাদের ছত্রভঙ্গ হওয়া পূর্বনির্ধারিত ছিল—সার্বজনীন রেকর্ডে লিপিবিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে যেগুলির সীলমোহর খোলা হয়েছিল, সেই সত্যসমূহের প্রথম উপস্থাপনার মাধ্যমে ২০০৪ সালে সেই সত্যসমূহ সারণির উপর স্থাপিত হয়েছিল। তখন মাত্র 'কয়েকজন' বার্তাটি বিবেচনায় নিয়েছিল, কিন্তু ২০১২ সালে 'হাবাক্কূকের সারণিসমূহ' শীর্ষক ৯৫টি উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা বহুসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটায়, কারণ 'মানুষ আসতে শুরু করল—প্রথমে সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ক্রমে বেড়ে ভিড় হয়ে উঠল'।

২০১২ সাল থেকে ২০২০ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত উক্ত সত্যসমূহ ক্রমশ বিক্ষিপ্ত হয়ে, আবর্জনার নিচে ঢেকে পড়েছিল। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই হাবাক্কূকের তক্তাসমূহের বার্তার পক্ষাবলম্বীরা তিন দিন-অর্ধেকে সময়ের জন্য বিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

> আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশুটি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের পরাস্ত করবে, এবং তাদের হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহগুলি সেই মহান শহরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যা আত্মিকভাবে সদোম ও মিসর নামে অভিহিত, যেখানে আমাদের প্রভুকেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। আর জনসমূহ ও গোত্রসমূহ ও ভাষাসমূহ ও জাতিসমূহের লোকেরা তিন দিন এবং আধ দিন তাদের

> মৃতদেহগুলি দেখবে এবং তাদের মৃতদেহগুলি কবরস্থ করা হতে দেবে না। আর পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের বিষয়ে আনন্দ করবে ও উল্লাস করবে, এবং পরস্পরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর অধিবাসীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭-১০।

সাবাথ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ফিউচার ফর আমেরিকা ১৮ জুলাই, ২০২০-এর পর তার প্রথম সার্বজনিক সভা হিসেবে একটি জুম বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩, ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ১,২৬০ দিন পরে পড়ে—অর্থাৎ 'তিন দিন ও অর্ধেক'। যখন এলিয়াহ ও মোশে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, অন্য শ্রেণিটি 'আনন্দ করছে'। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ফিউচার ফর আমেরিকা ভাববাদী বার্তা প্রকাশে ফিরে এসেছিল, কারণ সে সময় যে বার্তাটি সমগ্র পৃথিবীতে যাওয়ার ছিল, তা ভাববাদী আবশ্যকতার বলে 'অরণ্য' থেকেই আসতে হত। তিন দিন ও অর্ধেক, বা ১,২৬০ দিন, এক 'অরণ্য'।

> আর সেই নারী মরুভূমিতে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন একটি স্থান আছে, যেন সেখানে তারা তাকে এক হাজার দুই শত ষাট দিন ধরে খাদ্য জোগায়। প্রকাশিত বাক্য ১২:৬।

'অরণ্য' বলতে 'এক হাজার দুই শত ও ষাট দিন'কে বোঝানো হয়েছে—অর্থাৎ ১,২৬০ দিন—যা আবার 'সাড়ে তিন দিন' হিসেবেও উল্লেখিত; এবং এটি প্রকাশিত বাক্য ১২:৬-এ উল্লেখিত; আর '১২৬' হল ১,২৬০-এর দশমাংশ। তখন যে বিস্ময়কর সত্যগুলি উন্মোচিত হয়েছিল, তাদের একটি ছিল লেবীয় পুস্তক ২৬ অধ্যায়ে 'সাত সময়'-এর যে প্রার্থনা আছে, তার পরিপূর্তিতে পশ্চাত্তাপের প্রয়োজনীয়তা।

১,২৬০ দিন ২,৫২০ দিনেরও একটি প্রতীক। উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে 'সাত বার' ৭২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয়ে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এর মধ্যবিন্দু ৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ; ফলে ১,২৬০ বছর ধরে পৌত্তলিকতা পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করেছে, এবং পরবর্তী ১,২৬০ বছর ধরে পোপতন্ত্র পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করেছে। এই ভাববাণীমূলক কাঠামো খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম থেকে তাঁর ক্রুশবিদ্ধতা পর্যন্ত ১,২৬০ দিনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; যার পর পরই ৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১,২৬০ ভাববাণীমূলক দিন চলে, যখন সুসমাচার অন্যজাতিদের কাছে গিয়েছিল। অতএব, দুই সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে ১,২৬০ হল ২,৫২০ দিনের একটি অংশ, অথবা লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ে মোশির 'সাত বার'।

সাবাথ, ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে সাবাথ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত স্থায়ী 'মরুভূমিতে কণ্ঠ'-এর সময়কাল ২০২৩ সালের জুলাইয়ে পূকার তুলতে আরম্ভ করল; এবং যখন সেই "মরুভূমি" সময়কাল সাবাথ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত হল, তখন মোশে ও এলিয়াহের পুনরুত্থান উপস্থিত হল। সেই কণ্ঠের বার্তা চিহ্নিত করেছিল যে, প্রত্যেকে সংস্কার আন্দোলনে সমান্তরাল প্রথম হতাশাগুলির মাইলফলক, দশ কুমারীর উপমার প্রেক্ষাপটে, ১৮ জুলাই, ২০২০-এর মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যাখ্যা করেছিল। এটি পুরুষ ও নারীকে লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনায় প্রতিফলিত পশ্চাত্তাপের প্রতি আহ্বান জানাল। মিলারের স্বপ্ন সেই পশ্চাত্তাপকেই প্রতিনিধিত্ব করে, যখন তিনি লিপিবিদ্ধ করেন, "এইভাবে আমি আমার মহান ক্ষতি ও জবাবদিহিতার জন্য ক্রন্দন ও শোক করছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম, যেন তিনি আমাকে সহায়তা পাঠান।"

এসো এবং দেখো

‘এসো ও দেখো’—এই উক্তির দুটি উচ্চারণ দ্বারা মিলারের স্বপ্নটি বিভক্ত। প্রথমবার মিলার মানুষদের ‘এসো ও দেখো’ বলে আহ্বান করেন; এবং দ্বিতীয়বার ‘ধুলো ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি’ মিলারকে ‘এসো ও দেখো’ বলে আহ্বান করে। ‘এসো ও দেখো’ একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক, যা মোহর খোলা এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যকে চিহ্নিত করে। প্রথম চারটি মোহরের প্রত্যেকটিতে ‘এসো ও দেখো’ এই আদেশ রয়েছে।

> আর আমি দেখলাম, মেষশাবক যখন মোহরগুলির মধ্যে একটিকে খুললেন। আর আমি চারটি জীবের একের কণ্ঠ শুনলাম, যা যেন বজ্রনিনাদের ন্যায়, বলতে, "এসো এবং দেখো।" ... আর যখন তিনি দ্বিতীয় মোহর খুললেন, আমি দ্বিতীয় জীবকে বলতে শুনলাম, "এসো এবং দেখো।" ... আর যখন তিনি তৃতীয় মোহর খুললেন, আমি তৃতীয় জীবকে বলতে শুনলাম, "এসো এবং দেখো।" ... আর যখন তিনি চতুর্থ মোহর খুললেন, আমি চতুর্থ জীবের কণ্ঠ শুনলাম বলতে, "এসো এবং দেখো।" প্রকাশিত বাক্য ৬:১, ৩, ৫, ৭।

মিলারের স্বপ্নের সূচনায় "এসো এবং দেখো" হলো আলফা এবং সমাপ্তির "এসো এবং দেখো" হলো ওমেগা। স্বপ্নটি সূচনায় মোহর খোলাকে এমন রত্নরূপে চিহ্নিত করে, যা "যথাযথভাবে বিন্যস্ত করলে তারা এমন আলো ও মহিমা প্রতিফলিত করত, যা কেবল সূর্যেরই সমকক্ষ।" যখন খ্রীষ্ট মিলারকে ওমেগা "এসো এবং দেখো" বলে আমন্ত্রণ জানালেন, মিলার বলেন, "ঐ দৃশ্যের দীপ্তিতে আমার চক্ষু ধাঁধিয়ে গেল। সেগুলো তাদের পূর্বতন মহিমার দশগুণ জ্যোতিতে দীপ্ত হলো।" আলফার আলো ছিল সূর্যের মতো এবং ওমেগার আলো ছিল সূর্যের দশগুণ।

বিক্ষিপ্ত করা

প্রথম 'come and see' দিয়ে যে পর্ব শুরু হয় এবং শেষে 'come and see' দিয়ে যা সমাপ্ত হয়, সেই পর্বের অন্তিমে মিলারের শোক ও পশ্চাত্তাপ প্রতিফলিত হয়েছে। যে পর্বটির সূচনা হয় মিলারের দ্বারা জনগণের উদ্দেশে এক বার্তার মোহরোন্মোচনের মাধ্যমে এবং যার সমাপ্তি ঘটে খ্রিষ্টের দ্বারা মিলারের কাছে এক বার্তার মোহরোন্মোচনের মাধ্যমে, সেই পর্বে 'scatter' শব্দটি 'seven times' উল্লিখিত হয়েছে। মিলার শব্দটি আবার ব্যবহার করবেন, কিন্তু প্রথম ও শেষে মোহরোন্মোচনের মধ্যবর্তী পর্বে 'scatter' 'seven times' উল্লিখিত হয়েছে। বাইবেলে 'seven times'-এর বিচারকে 'scatter' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করে।

> আমি তোমাদিগকে অন্যজাতিদের মধ্যে ছড়াইয়া দিব, এবং তোমাদের পশ্চাতে তরবারি খাপ হইতে বাহির করিব; আর তোমাদের দেশ উজাড় হইবে, এবং তোমাদের নগরসমূহ বিরান পড়িয়া থাকিবে। লেবীয় পুস্তক ২৬:৩৩।

মিলার যে সর্বপ্রথম সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিল লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ের “সাত সময়”; এবং তাঁর স্বপ্নে—মিলারের বার্তা প্রকাশিত হওয়া থেকে খ্রিস্টের বার্তা প্রকাশিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে—উইলিয়াম মিলারের কর্ম দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত সকল ভিত্তিমূল সত্য লাওদিকীয় সপ্তম দিবসের অ্যাডভেন্টবাদের ধর্মতত্ত্ববিদদের আবর্জনা ও নকল মুদ্রা দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। সেই ভিত্তিমূল সত্যগুলোর প্রত্যাখ্যানকে আলফা ও ওমেগার মধ্যবর্তী ইতিহাসে সাতটি বিচ্ছুরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। “সাত সময়” উইলিয়াম মিলারের কর্মের একটি প্রতীক, এবং ঐ কর্মই সপ্তম দিবসের অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিসমূহ; যার মধ্যে দানিয়েল ৮:১৪-এর ২,৩০০ দিন ঐ ভিত্তির কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। এর দ্বারা যা নির্ধারিত হয় তা হলো, যে ২,৫২০ বছরের বিচ্ছুরণ উইলিয়াম মিলারের প্রথম বা আলফা আবিষ্কার ছিল, তা এমন এক সময়পর্বের সূচনা

চিহ্নিত করে, যা শেষ হয়েছে উইলিয়াম মিলারের ওমেগা আবিষ্কারে, অর্থাৎ ২,৩০০ দিনে।

1863 সালে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিজম যখন “seven times” পরিত্যাগ করল, তখন তারা উইলিয়াম মিলারের প্রথম আবিষ্কারটিই পরিত্যাগ করল, যা ছিল তাঁর আলফা-আবিষ্কার এবং তাঁর ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ আবিষ্কার। মিলারের আবিষ্কারসমূহের শেষেরটি ছিল 2,300 দিন, যা ছিল তাঁর ওমেগা-আবিষ্কার এবং তাঁর শীর্ষপ্রস্তর-স্বরূপ আবিষ্কার। 1798 সালে সমাপ্ত হওয়া “seven times” 2,520-কে চিহ্নিত করেছিল, এবং 2,300 দিন 1844 সালে চিহ্নিত হয়েছিল।

রত্নসমূহ সাত সময় ধরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার পর যিনি সেগুলি একত্র করেন, তিনি সেই ধূলি-ঝাড়ু-ধারী ব্যক্তি। তখন মঞ্জুষাটি বৃহত্তর ও অধিকতর সুন্দর হয় এবং সূর্যের চেয়ে দশগুণ বেশি দীপ্তিময় হয়। দশ সংখ্যা একটি পরীক্ষার প্রতীক; অতএব ঐ রত্নসমূহ সূর্য-দিবস বিষয়ক পরীক্ষায় দীপ্যমান হয়, সুতরাং মিলারের স্বপ্ন ১৭৯৮ সালে আরম্ভ হয় এবং রবিবারের আইনের সময় তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বানে সমাপ্ত হয়।

১৭৯৮ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত মিলেরাইটদের ইতিহাস একই সঙ্গে ১৭৯৮ থেকে শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসও বটে। উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নে যে ইতিহাসটি উপস্থাপিত হয়েছে, যা মিলারের "এসো এবং দেখো" বলা থেকে ধুলো ঝাড়ার বুরুশধারী ব্যক্তির "এসো এবং দেখো" বলা পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটি যেমন ১৭৯৮ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্তের কালপর্ব, তেমনি ১৭৯৮ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্তের কালপর্বও। যে রেখাটি ১৮৬৩-তে সমাপ্ত হয়, তা ১৭৯৮-এ শুরু হয়ে রবিবারের আইনে শেষ হওয়া রেখাটির একটি ভবিষ্যিদ্বাণীমূলক ফ্র্যাক্টাল। ঐ উভয় রেখাই মিলারের স্বপ্নে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের বন্ধ দ্বারটি রবিবারের আইনের সময়ের বন্ধ দ্বারের পূর্বরূপ। ১৮৪৪ সালে যে ২,৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, তা রবিবারের আইনের পূর্বরূপ।

> “পবিত্রধামের শুদ্ধিকরণের জন্য খ্রিস্টের আমাদের মহাযাজক রূপে পরমপবিত্র স্থানে আগমন, যা দানিয়েল ৮:১৪-এ দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে; মনুষ্যপুত্রের প্রাচীনতম দিবসের নিকটে আগমন, যেমন দানিয়েল ৭:১৩-এ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং প্রভুর তাঁর মন্দিরে আগমন, যা মালাখি দ্বারা পূর্ববাণীকৃত হয়েছে—এসবই একই ঘটনার বর্ণনা; এবং এটিই আবার মথি ২৫-এ দশ কুমারীর উপমায় খ্রিস্ট কর্তৃক বর্ণিত, বিবাহে বর-এর আগমনের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।” The Great Controversy, 426.

পঙ্ক্তিসমূহ

মিলারের আবিষ্কারসমূহের ওমেগা ছিল ২,৩০০-বছরব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণী; অতএব ১৮৪৪ এবং রবিবারের আইন—উভয়ই ২,৩০০ বছর দ্বারা প্রতীকায়িত। এর অর্থ, উভয় রেখার ক্ষেত্রে ২,৫২০ হলো আলফা এবং ২,৩০০ হলো ওমেগা; একটি রেখা ১৮৬৩ সালে সমাপ্ত হয়, এবং অন্যটি রবিবারের আইনে সমাপ্ত হয়। উভয় রেখায় ২,৫২০-র ভবিষ্যদ্বাণীই আলফা এবং/অথবা ভিত্তিপ্রস্তর। মিলারাইটদের ভিত্তিমূলক ইতিহাসে ১৭৯৮ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত যে ফ্র্যাক্টাল, তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ওমেগা, চূড়াপ্রস্তর-ইতিহাসে আরেক ফ্র্যাক্টালের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৯/১১-এ ঈশ্বর তাঁর প্রজাকে যিরমিয়ার প্রাচীন পথসমূহে ফিরে আসতে আহ্বান করেছিলেন—যেগুলি হচ্ছে ভিত্তিসমূহ, যা আবার ভিত্তিগত ইতিহাসের দূত দ্বারা প্রতীকায়িত;

এবং সেই দূত পুনরায় তাঁর ভিত্তিগত আলফা-আবিষ্কার 'সাত সময়' দ্বারা প্রতীকায়িত। 'সাত সময়' এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ভিত্তিসিমূহের প্রতীক, এবং ৯/১১-এ সেই দলের সীলকরণ শুরু হয়েছিল ভিত্তিসিমূহের পরীক্ষার বার্তার মাধ্যমে, যা উইলিয়াম মিলার ও অ্যাডভেন্টবাদের প্রথমতম ভিত্তিগত সত্য দ্বারা প্রতীকায়িত। ৯/১১-এ সীলকরণের সময় শুরু হয়েছিল এবং শীঘ্র আগত রবিবার-আইনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময় সমাপ্ত হবে।

ওই ইতিহাস একটি ফ্র্যাক্টাল, যা 2,520 দিয়ে শুরু হয়ে 2,300-এ সমাপ্ত হয়; এবং অতএব ওই ইতিহাস উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নে প্রতিনিধিত্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের তৃতীয় রেখা। 2,520-এর পরিপূর্তি 1798 সালে, এবং 2,300-এর 1844 সালে। ঐ দুই রেখা যে কার্যকে প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো খ্রিষ্টের কার্য, যেখানে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে আমাদের মানবতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করেন। এটি পাপীকে সাধুতে রূপান্তরিত করার কার্য, এবং নিম্নতর প্রকৃতির উপর উচ্চতর প্রকৃতিকে তার ন্যায্য সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা। এই কারণেই, মানবদেহে সমস্ত কোষ সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণিত হতে 2,520 দিন সময় লাগে; এবং সেই একই দেহে 23টি পুরুষ ক্রোমোজোম ও 23টি নারী ক্রোমোজোমের সংযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একত্রে তারা এক জীবন্ত মন্দির গঠন করে, যা "46" সংখ্যার দ্বারা প্রতীকায়িত; আর এটি 1798 থেকে 1844 পর্যন্ত সময়পর্ব, যা 1798-এর 2,520 থেকে 1844-এর 2,300 পর্যন্ত উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নের সময়পর্ব।

উইলিয়াম মিলারের স্বপ্নে উল্লেখযোগ্য আরেকটি ফ্র্যাক্টালও রয়েছে। 9/11 হতে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্বটি 1798 হতে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্বের একটি ফ্র্যাক্টাল, যেমন 1798 হতে 1863 পর্যন্ত। 2023 হতে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্বটি 9/11 হতে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্বটির একটি ফ্র্যাক্টাল, এবং এটিই সেই ইতিহাস, যাকে মিলারের স্বপ্নের অন্তর্গত সমস্ত রেখাসমূহ তাদের সকলের ওমেগা রূপে নির্দেশ করে। এটাই সেই পর্ব, যেখানে মূল সত্যসমূহ সূর্যের দশগুণে মহিমান্বিত হয়।

দুটি কোলাহল

১৮৪০-এর দশকে, "bustle" শব্দটি (বিশেষ্য রূপে) সাধারণত উদ্যমী, ব্যস্ত, বা কোলাহলপূর্ণ কার্যকলাপ বোঝাত—প্রায়শই হৈচৈ, উচ্ছ্বাস, তাড়া, বা অস্থিরতার অনুভূতি সহকারে। এটি সজীব গতিবিধি, হট্টগোল, অথবা এদিক-সেদিক ব্যস্তভাবে চলাফেরাকে নির্দেশ করত—তা ভিড়ের মধ্যে হোক, গৃহস্থালিতে, বাজারে, বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সময়। অতএব, মিলারের স্বপ্নের "bustle" বলতে তখনই ঘটতে থাকা তাৎক্ষণিক কর্মচাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস, বা জরুরি কাজকর্মের ব্যস্ততাকে বোঝাত—অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতি বা উপলক্ষের ক্ষণস্থায়ী আলোড়ন বা কোলাহলকে।

মিলার বলেন, "তখন, তিনি ধূলা ও আবর্জনা, কুত্রিম রত্ন এবং জাল মুদ্রা ঝাড়ছিলেন; আর সেগুলো সবই মেঘের ন্যায় উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং বাতাস তাদের দূরে বয়ে নিয়ে গেল। কোলাহলের মধ্যে আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলাম; খুলতেই দেখি, সমস্ত আবর্জনা বিলীন হয়ে গেছে।"

"হট্টগোল"টি মিলারের স্বপ্নে দুটি পর্ব চিহ্নিত করে; প্রথমটি তখন, যখন জনতা রত্নসমূহ ছড়িয়ে দিচ্ছে, এবং দ্বিতীয়টি তখন, যখন ধুলো-ঝাড়ু হাতে এক ব্যক্তি জানালাগুলি খুলে মিথ্যা রত্নসমূহ ঝেঁটিয়ে বাইরে ফেলতে আরম্ভ করে। প্রথম তথা আলফা হট্টগোলটি হলো রত্নসমূহকে ঢেকে ফেলা, আর দ্বিতীয় তথা ওমেগা হট্টগোলটি হলো রত্নসমূহের

পুনঃস্থাপন। এই হট্টগোল চলাকালে মিলার চক্ষু মুদিলেন। মিলার ১৮৪৯ সালে চিরবিশ্রামে শায়িত হলেন, ঠিক সেই সময়ে যখন খ্রিষ্ট স্বীয় লোকদের অবশিষ্টাংশকে সমবেত করতে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করছিলেন। অতঃপর মিলার চক্ষু মুদিলেন, এবং ১৮৫০ সালে হবকূকের এই নির্দেশ—"দর্শনটি লিখিে তা স্পষ্ট করো"—এর পরিপূর্তিস্বরূপ তাঁর সত্যসমূহ পুনরায় একটি টেবিলের উপর স্থাপিত হলো। সে হট্টগোলের সময়কালেই মিলার চোখ বন্ধ করেন, এবং তিনি যখন জাগ্রত হন, তখন রত্নসমূহ পুনঃস্থাপনের প্রক্রিয়ায় থাকে।

তার স্বপ্নের দ্বিতীয় আলোড়ন ঘটে, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা—যাকে জাখারিয়া মুকুটের উপরস্থিত রত্নসমূহ বলে অভিহিত করেছেন—পুনরুত্থিত, পরিশোধিত ও পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে।

> সেই দিনে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদেরকে তাঁর জনতার পালরূপে উদ্ধার করবেন; কারণ তারা মুকুটের রত্নসম হবে, তাঁর দেশে পতাকার ন্যায় উচ্চে উত্তোলিত হবে। কারণ তাঁর মঙ্গল কত মহান, আর তাঁর সৌন্দর্য কত মহান! শস্য যুবকদের প্রফুল্ল করবে, এবং নতুন মদ কুমারীদের প্রফুল্ল করবে। তোমরা শেষ বর্ষার সময় সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা কর; তখন সদাপ্রভু দীপ্ত মেঘ সৃষ্টি করবেন এবং বৃষ্টিধারা দেবেন, ক্ষেতের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য তৃণ। কারণ মূর্তিরা শূন্য কথা বলছে, আর জ্যোতিষীরা মিথ্যা দর্শন দেখেছে, এবং মিথ্যা স্বপ্ন বলছেন; তারা নিরর্থক সান্ত্বনা দেয়। তাই তারা ভেড়ার পালসম তাদের পথে চলে গেল; রাখাল না থাকায় তারা বিপর্যস্ত হলো। রাখালদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং আমি ছাগলদের শাস্তি দিলাম; কারণ সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু তাঁর পাল—যিহূদার গৃহ—পরিদর্শন করছেন, এবং তাদেরকে যুদ্ধে তাঁর মহৎ অশ্বরূপ করছেন। জাখারিয়া ৯:১৬–১০:৩।

"তাঁর প্রজাদের পাল" একই সঙ্গে একটি পতাকা এবং মুকুটের উপরস্থ পাথরসমূহ (রত্ন) হয়। শেষের বৃষ্টির সময়েই "তাঁর প্রজাদের পাল" চিহ্নিত হয়, কারণ আদেশ এই যে, শেষের বৃষ্টির সময় শেষের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে হবে। এই পালটি সেই 'পাল'-এর বিপরীতে স্থাপিত হয়েছে, যারা যিরমিয়ের প্রাচীন পথসমূহের পথে নয়, নিজেদের পথে গিয়েছিল। শেষের বৃষ্টির সময়, তাঁর পালরূপী রত্নসমূহ যুদ্ধে তাঁর উত্তম অশ্বরূপ হবে। সেই 'উত্তম অশ্ব' হল বিজয়ী কলসিয়া, যা প্রথম খ্রিষ্টীয় নববধূতে প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত, এবং যা পিতরের দ্বারা প্রতীকায়িত—যিনি প্রথম মোহরের সময়কালে এক শুভ্র অশ্বরূপে বিজয়ী হয়ে ও বিজয় করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন।

> আমি দেখলাম, যখন মেষশাবক মোহরগুলির একটিকে খুললেন; এবং আমি শুনলাম—যেন বজ্রধ্বনির ন্যায় একটি শব্দ—চারটি জীবের একজন বললেন, "এসো এবং দেখ।" আমি দেখলাম, এবং দেখ, একটি শ্বেত অশ্ব; এবং তাতে আরূঢ় যিনি, তাঁর হাতে ছিল ধনুক; এবং তাঁকে একটি মুকুট দেওয়া হল; এবং তিনি বিজয় করতে করতে বাহির হলেন, এবং আরও বিজয় করিবার জন্য। প্রকাশিত বাক্য ৬:১, ২।

অতএব পিতর পেন্টেকেস্টীয় বৃষ্টির বর্ষণকালে প্রেরিতদের প্রথম খ্রিস্টীয় কলসিয়ার প্রতীক, এবং পরবর্তী বৃষ্টির সময় অন্তিম খ্রিস্টীয় কলসিয়ার প্রতীক, যার অগ্ররূপ ছিল পেন্টেকেস্টীয় বর্ষণ।

> আমি দেখিলাম, স্বর্গ উন্মুক্ত হইল, আর দেখ, এক শ্বেত অশ্ব; এবং যিনি তাহার উপর আসীন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল 'বিশ্বস্ত ও সত্য'; এবং তিনি ধার্মিকতায় বিচার করেন ও

> যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অগ্নিশিখার ন্যায়, এবং তাঁহার মস্তকে ছিল বহু মুকুট; এবং তাঁহার একটি নাম লিখিত ছিল, যাহা তিনি নিজে ব্যতীত অন্য কেউ জানিত না। আর তিনি রক্তে চোবানো বস্ত্র পরিহিত ছিলেন; এবং তাঁহার নাম ‘ঈশ্বরের বাক্য’ বলিয়া অভিহিত। এবং স্বর্গস্থিত সৈন্যবাহিনীসমূহ শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া, সূক্ষ্ম সুতির, শুভ্র ও নির্মল বস্ত্র পরিহিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করিল। প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১–১৪।

শ্বেত অশ্বসমূহ ইজেকিয়েলে ৩৭-এ পুনরুত্থিত হওয়া খ্রীষ্টের সেনাবাহিনীকে প্রতীকায়িত করে, এবং তারা বিজয়ী কলিসিয়া, আর তারা মুকুটে বসানো পাথরসমূহ; কারণ খ্রীষ্ট অন্তিম বৃষ্টির সময়ে তাঁর মহিমার রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সেই মুকুটের উপর রত্নসমূহ, যে মুকুটটি সেই রাজ্যের প্রতীক, যে রাজ্য তিনি দুই হাজার তিনশ দিনের সমাপ্তিতে গ্রহণ করেন, যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ঘটেছিল এবং আবার রবিবারের আইনের সময় হবে। শ্বেত অশ্বসমূহের সেই রাজ্য অন্তিম বৃষ্টির সময়ে উত্থাপিত হয়, যখন স্বর্গের জানালাগুলি উন্মুক্ত হয়; কারণ স্বর্গ উন্মুক্ত হলে যোহন শ্বেত অশ্বকে দেখেছিলেন।

১৮৪৯ সালের আলফা কোলাহলে, মিলার ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুর নিদ্রায় চক্ষু মুদিলেন। মিলার ছিলেন এলিয়াহ, এবং এলিয়াহ ১৮ জুলাই, ২০২০-এ মৃত্যুবরণ করলেন, এবং তিনি ১,২৬০ দিন পথে শায়িত ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি ওমেগা কোলাহলে পৌঁছালেন এবং তখন জাগ্রত হলেন। আবর্জনা ঝেড়ে ফেলতে ধুলো-ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি যখন স্বর্গের জানালা খুললেন, তখনই তাঁর জাগরণকে আগমনরূপে চিহ্নিত করা হয়। স্বর্গের জানালা খুললে শ্বেত অশ্ব-সেনা উত্থাপিত হয়, এবং যখন তা ঘটে, তখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক বিচ্ছেদ চিহ্নিত হয়। সেই বিচ্ছেদটিও মালাখির পুস্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> তোমরা সব দশমাংশ ভাণ্ডারে আনো, যাতে আমার গৃহে খাদ্য থাকে; এবং এই বিষয়ে এখন আমাকে পরীক্ষা করো, বলেন সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু, আমি কি তোমাদের জন্য স্বর্গের জানালাগুলো খুলে তোমাদের ওপর এমন আশীর্বাদ বর্ষণ করব না যে, তা গ্রহণ করার মতো জায়গা থাকবে না। মালাখি ৩:১০

ভাববাদীদের আত্মারা ভাববাদীদেরই অধীনস্থ, এবং প্রকাশিত বাক্যে যোহন, মিলারের স্বপ্ন ও মালাখি—স্বর্গের জানালাগুলি যখন উন্মুক্ত হয়, সেই সময় সম্পর্কে তিনটি সাক্ষ্য প্রদান করে। মিলারের স্বপ্নে এটি "এসো এবং দেখো" এই আহ্বানের ওমেগায় ঘটে। আলফায় কোলাহল ছিল বিচ্ছুরণের সূচনাকালে, আর ওমেগা হলো সমবেত হওয়ার সূচনাকাল।

মিলারের স্বপ্নে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা ঐ স্বপ্ন সম্পর্কে জেমস হোয়াইটের ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। জেমস হোয়াইট খাঁটি রত্নাবলীকে ঈশ্বরের প্রকৃত জনগণ এবং নকল রত্নাবলীকে অধার্মিকদের হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমি রত্নাবলীকে ভ্রান্তির বিপরীতে সত্যসমূহ হিসেবে চিহ্নিত করি। রত্নাবলী ও নকল রত্নাবলী উভয়ই বার্তা ও বার্তাবাহকদের প্রতীক, যা ভ্রান্তি ও মিথ্যা বার্তাবাহকদের বিপরীতে স্থাপিত।

> ভ্রাতা মিলারের স্বপ্ন
>
> নিম্নলিখিত স্বপ্নটি অ্যাডভেন্ট হেরাল্ডে দুই বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন আমি দেখলাম যে এটি আমাদের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কিত অতীত অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিল, এবং বিক্ষিপ্ত পালের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরই এই স্বপ্নটি দিয়েছিলেন।

প্রভুর মহান ও ভয়াবহ দিনেরে আসন্ন আগমনেরে লক্ষণগুলোর মধ্যে ঈশ্বর স্বপ্নকে স্থাপন করেছেন। দেখুন যোয়েলে ২:২৮-৩১; প্রেরিতদেরে কাজ ২:১৭-২০। স্বপ্ন তিনভাবে আসতে পারে; প্রথমত, 'অত্যধিক কর্মব্যস্ততার কারণে।' দেখুন উপদেশক ৫:৩। দ্বিতীয়ত, যারা শয়তানেরে অপবিত্র আত্মা ও প্রতারণার অধীনে আছে, তারা তার প্রভাবেরে দ্বারা স্বপ্ন পেতে পারে। দেখুন ব্যবস্থাবিবরণী ৮:১-৫; যিরমিয়ি ২৩:২৫-২৮; ২৭:৯; ২৯:৮; জাখারিয়া ১০:২; যিহূদা ৮। এবং তৃতীয়ত, ঈশ্বর সবসময়ই, এবং এখনও, স্বপ্নেরে মাধ্যমে কমবেশি তাঁর লোকদেরে শিক্ষা দেনে, যা স্বর্গদূতদেরে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আসে। যারা সত্যেরে সুস্পষ্ট আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তারা বুঝবে কখন ঈশ্বর তাদেরে একটি স্বপ্ন দেনে; এবং এমনরা মিথ্যা স্বপ্ন দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিপথে চালিত হবে না।

'তিনি বলিলেন, এখন আমার কথা শুন; তোমাদেরে মধ্যে যদি কোনো নবী থাকে, তবে আমি, প্রভু, দর্শনে তাঁহাকে নিজেরে পরিচয় দান করিব, এবং স্বপ্নে তাঁহার সহিত কথা বলিব।' গণনা ১২:৬। যাকোব বলিলেন, 'প্রভুর দূত স্বপ্নে আমার সহিত কথা কহিলেন।' উৎপত্তি ৩১:২। 'আর ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নে সিরীয় লাবনেরে নিকট আসিলেন।' উৎপত্তি ৩১:২৪। যোসেফেরে স্বপ্নসমূহ পড়, [উৎপত্তি ৩৭:৫-৯,] এবং তারপর তাহাদেরে মিশরে পূরণেরে আকর্ষণীয় কাহিনী পড়। 'গিবিয়োনে রাত্রিতে স্বপ্নে প্রভু সলোমনেরে নিকট প্রকাশিত হইলেন।' ১ রাজাবলি ৩:৫৫। দানিয়েলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়েরে মহাগুরুত্বপূর্ণ মূর্তিটি স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছিল; তদ্রূপ সপ্তম অধ্যায়েরে চারটি জন্তু, ইত্যাদিও। যখন হেরোদ শিশুত্রাণকর্তাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল, তখন যোসেফ স্বপ্নে মিশরে পালাইতে সতর্কীকৃত হইলেন। মথি ২:১৩।

'এবং শেষে দিনে এটা ঘটবে, ঈশ্বর বলেন, আমি সকল মানুষেরে উপর আমার আত্মা ঢেলে দেবে: এবং তোমাদেরে পুত্র ও কন্যারা ভবিষ্যিদ্বাণী করবে, তোমাদেরে যুবকেরা দর্শন দেখবে, আর তোমাদেরে বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখবে।' প্রেরিতদেরে কাজ ২:১৭।

স্বপ্ন ও দর্শনেরে মাধ্যমে যে ভবিষ্যিদ্বাণীর দান, তা এখানে পবিত্র আত্মার ফল; এবং অন্তিম দিনগুলোতে তা এমন মাত্রায় প্রকাশিত হবে যে একটি নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। এটি সুসমাচারেরে গির্জার দানগুলোর একটি।

"আর তিনি কিহেকে প্রেরিত, কহেকে নবী, কহেকে সুসমাচারপ্রচারক, কহেকে পালক ও শিক্ষক করিলেন; সাধুগণেরে পরিপূর্ণতার জন্য, পরিচর্যার কাজেরে জন্য, খ্রীষ্টেরে দেহেরে নির্মাণেরে জন্য।" এফিষীয়দেরে কাছে পত্র ৪:১১, ১২।

'এবং ঈশ্বর মণ্ডলীতে কতককে স্থাপন করেছেন, প্রথমে প্রেরিতগণ, দ্বিতীয়ত নবীগণ,' ইত্যাদি। 1 Corinthians 12:28. 'ভবিষ্যিদ্বাণীসমূহকে তুচ্ছ করো না।' 1 Thessalonians 5:20. আরও দেখুন Acts 13:1; 21:9; Romans 7:6; 1 Corinthians 14:1, 24, 39. নবীগণ বা ভবিষ্যিদ্বাণীসমূহ খ্রিষ্টেরে মণ্ডলীর আত্মিক উন্নতির জন্য; এবং ঈশ্বরেরে বাক্য থেকে এমন কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না যে, সুসমাচারকগণ, পালকগণ ও শিক্ষকগণ বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে এগুলির বিলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপত্তিকারী বলেন, 'এত অধিক মিথ্যা দর্শন ও স্বপ্ন হয়েছে যে আমি এধরনেরে কোনো কিছুর প্রতিই আস্থা রাখতে পারি না।' এটি সত্য যে শয়তানেরে জাল প্রতিরূপ আছে। তার সর্বদাই মিথ্যা নবী ছিল, এবং নিশ্চয়ই এখন, প্রতারণা ও জয়োল্লাসেরে তার এই অন্তিম সময়ে আমরা তাদেরে প্রত্যাশা করতেই পারি। যারা কেবল এই কারণে এমন বিশেষ প্রকাশসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন যে জাল প্রতিরূপ বিদ্যমান, তারা সমান ন্যায়সঙ্গতভাবে আরও এক ধাপ এগিয়ে এই দাবিও করতে পারেন যে ঈশ্বর কখনও স্বপ্নে বা দর্শনে মানুষেরে নিকট নিজেকে প্রকাশ

করেননি; কারণ জাল প্রতিরূপ সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

স্বপ্ন ও দর্শন সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই মাধ্যমের দ্বারাই তিনি নবীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন; সুসমাচারের গির্জার দানসমূহের মধ্যে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর দানকে স্থাপন করেছেন, এবং 'শেষ দিনগুলোর' অন্যান্য লক্ষণগুলোর সঙ্গে স্বপ্ন ও দর্শনকেও একত্রে গণ্য করেছেন। আমেন।

উপরোক্ত মন্তব্যসমূহে আমার উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্রসম্মতভাবে আপত্তিসমূহ দূর করা এবং পরবর্তী অংশের জন্য পাঠকের মন প্রস্তুত করা।

ডব্লিউ. এম. মিলার,

লো হ্যাম্পটন, নিউ ইয়র্ক, ৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৭। জেমস হোয়াইট, ভ্রাতা মিলারের স্বপ্ন, ১-৬।

1. 'ক্যাসকেট' বাইবেলের মহাসত্যসমূহকে প্রতীকায়িত করে, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কিত, এবং যা বিশ্বে প্রকাশ করার জন্য ভ্রাতা মিলারকে প্রদান করা হয়েছিল।

২. 'সংযুক্ত চাবি' বলতে বোঝায় ভাববাণীমূলক বাক্য ব্যাখ্যা করার তাঁর পদ্ধতি—শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের তুলনা—বাইবেল নিজেই নিজের ভাষ্যকার। এই চাবি দ্বারা ভ্রাতা মিলার 'সিন্দুক'—অর্থাৎ আগমনের মহান সত্য—জগতের কাছে উন্মোচিত করলেন।

3. 'বহুবিধ ধরণ ও আকারের' 'রত্ন, হীরা, ইত্যাদি', যেগুলি 'রত্নপেটিকার মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্থানে সুচারুরূপে বিন্যস্ত' ছিল, তারা ঈশ্বরের সন্তানদের [Malachi 3:17,] প্রতিনিধিত্ব করে—সমস্ত কলিসিয়া থেকে, এবং জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি স্তর ও পরিস্থিতি থেকে—যাঁরা অ্যাডভেন্টে বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, এবং সত্যের পবিত্র কারণে নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। এই শৃঙ্খলায় অগ্রসর হওয়ার সময়, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং ঈশ্বরের সম্মুখে বিনম্রভাবে চলছিলেন, 'তারা আলোক ও মহিমা প্রতিফলিত করেছিল' পৃথিবীর প্রতি, যা তুলনীয় ছিল কেবল প্রেরিতদের যুগের কলিসিয়ার সঙ্গে। সেই বার্তাটি, [Revelation 14:6,7,] যেন বায়ুর ডানায় উড়ে গিয়েছিল, এবং সেই আহ্বান, 'এসো, কারণ সমস্ত কিছু এখন প্রস্তুত,' [Luke 14:17.] শক্তি ও প্রভাবসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

4. 'মানুষেরা আসতে শুরু করল; প্রথমে সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ক্রমে জনসমাগমে পরিণত হলো।' যখন খ্রীষ্টের আগমনের মতবাদ প্রথমে ভ্রাতা মিলার এবং আরও অতি স্বল্প কয়েকজন দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল, তখন তার খুব সামান্যই প্রভাব পড়েছিল, এবং তদ্বারা অতি অল্প লোকই জাগ্রত হয়েছিল; কিন্তু ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত, যেখানেই এটি প্রচারিত হয়েছিল, সমগ্র সম্প্রদায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

৫. যখন উড্ডীয়মান স্বর্গদূত [Revelation 14:6-7] প্রথমে চিরন্তন সুসমাচার প্রচার করা আরম্ভ করল—'ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁকে মহিমা দাও; কারণ তাঁর বিচার-সময় এসে গেছে'—তখন অসংখ্য লোক যিশুর আগমন ও পুনঃস্থাপনের প্রত্যাশায় আনন্দধ্বনি তুলল; আর তারাই পরে সেই সত্যের বিরোধিতা করল, উপহাস করল ও বিদ্রূপ করল—যে সত্য অল্প আগে তাদের আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিল। তারা রত্নসমূহকে ব্যতিব্যস্ত করে ছড়িয়ে দিল। এতে আমরা ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালে এসে পৌঁছাই, যখন ছত্রভঙ্গ-কাল আরম্ভ হল।

লক্ষণীয় যে, যাঁরা একসময় 'আনন্দে উল্লাসধ্বনি তুলেছিলেন', তাঁরাই রত্নসমূহকে বিপর্যস্ত করে এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এবং ১৮৪৪ সাল থেকে, যাঁরা একসময় সত্য প্রচার করেছিলেন এবং তাতে আনন্দিত হয়েছিলেন, তাঁদের মতো এত কার্যকরভাবে আর কেউই পালকে ছত্রভঙ্গ করেনি এবং তাদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেনি; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা ঈশ্বরের কার্য এবং আমাদের অতীত আগমন-অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তিকে অস্বীকার করেছেন।

6. ১৮৪৪ সালে দ্বারটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে, 'নকল রত্ন' ও 'জাল মুদ্রা', যেগুলো আসলগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সেগুলো স্পষ্টতই মিথ্যা ধর্মান্তরিতদের, অথবা 'পরজাত সন্তানদের' [হোশেয় ৫:৭], প্রতিনিধিত্ব করে।

7. 'ময়লা ও কাঠের কুঁচি, বালু এবং সর্বপ্রকার আবর্জনা' ১৮৪৪ সালের শরৎকাল থেকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবেশ করানো বিবিধ ও বহুসংখ্যক ভ্রান্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে আমি তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করব।

1. মধ্যরাত্রির আহ্বান ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিছু 'পালক' যে ধৃষ্টতাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করল—অর্থাৎ, সপ্তম-মাস আন্দোলনের সাথে উপস্থিত পবিত্র আত্মার গম্ভীর হৃদয়-গলানো শক্তিটি নাকি মেসমেরিক প্রভাব ছিল। জর্জ স্টোর্স এই অবস্থান গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম দিককার ছিলেন। নিউ ইয়র্ক সিটিতে তৎকালে প্রকাশিত 'Midnight-Cry' পত্রিকায় ১৮৪৪ সালের অন্তিম ভাগে তাঁর লেখাগুলি দেখুন। জে. ভি. হাইমস ১৮৪৫ সালের বসন্তে অ্যালবানি সম্মেলনে বলেন, সপ্তম-মাস আন্দোলন 'সাত ফুট গভীর' মেসমেরিজম উৎপন্ন করেছে। উপস্থিত থেকে উক্ত মন্তব্যটি শুনেছিলেন—এমন একজন আমাকে এ কথা বলেছেন। যারা সপ্তম-মাসের আহ্বানে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যেরা পরবর্তীতে ঐ আন্দোলনকে শয়তানের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মার কার্য শয়তানের ওপর আরোপ করা আমাদের ত্রাণকর্তার দিনগুলোতেও ধর্মনিন্দা ছিল, এবং এখনো ধর্মনিন্দাই। 2. নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ১৮৪৪ সালে ২৩০০ দিন সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে, বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের সমাপ্তির জন্য একাধিক সময় নির্ধারণ করেছেন। এভাবে তারা 'সীমাচিহ্ন' অপসারিত করেছে এবং সমগ্র অ্যাডভেন্ট আন্দোলনের ওপর অন্ধকার ও সংশয় নিক্ষেপ করেছে। 3. আত্মবাদ, তার সব কল্পনা ও অতিশয়তাসহ। শয়তানের এই কৌশল, যা ভয়াবহ মৃত্যুর কাজ সাধন করেছে, 'কাঠ-কুচি' ও 'সব রকমের আবর্জনা' দ্বারা অত্যন্ত যথাযথভাবে নিরূপিত হয়েছে। আত্মবাদের বিষ যারা গিলেছিল, তাদের অনেকে আমাদের অতীত অ্যাডভেন্ট অভিজ্ঞতার সত্যতা স্বীকার করেছিল; এবং এই ঘটনা থেকে অনেকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হয়েছে যে, ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ঈশ্বর মহৎ অ্যাডভেন্ট আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন—এ কথা বিশ্বাস করার স্বাভাবিক ফল নাকি আত্মবাদই। পিতর, যাঁরা 'ধ্বংসাত্মক বিধর্মিতা গোপনে আনবে, এমনকি যিনি তাঁদের মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছেন সেই প্রভুকেও অস্বীকার করবে'—তাঁদের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'যাদের কারণে সত্যের পথ নিন্দিত হবে।' 4. এস. এস. স্নো-এর নিজেকে 'ভাববাদী এলিয়াহ' বলে দাবী করা। এই ব্যক্তি তাঁর বিচিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল কর্মযাত্রায় মৃত্যুর এই কাজে নিজের অংশ পালন করেছেন, এবং তাঁর পথচলা বহু সৎ প্রাণের মনে অপেক্ষমাণ সাধুদের প্রকৃত অবস্থানকে কুখ্যাত করার প্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

ভ্রান্তিসমূহের এই তালিকায় আমি আরও অনেক কিছু সংযোজন করতে পারি, যেমন অতীতে সংঘটিত বলে গণ্য 'সহস্র বছর' (প্রকাশিত বাক্য ২০:৪, ৭), প্রকাশিত বাক্য ৭:৪;

১৪:১-এর ১,৪৪,০০০, খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর যাঁরা 'উঠে কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন', কর্মহীনতার মতবাদ, শিশুবিনাশের মতবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভ্রান্তিগুলি এমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল এবং অপেক্ষমাণ পালকে এমনভাবে জোর দিয়ে আরোপ করা হয়েছিল যে, ভ্রাতা মিলার যখন সেই স্বপ্নটি দেখেছিলেন, তখন সত্য রত্নসমূহ 'দৃষ্টির বাইরে রাখা' হয়েছিল, এবং নবীর বাক্য প্রযোজ্য ছিল—'বিচার পশ্চাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়েছে, এবং ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া আছে,' ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেখুন ইশাইয়া ৫৬:১৪।

তৎকালে দেশে এমন কোনো অ্যাডভেন্ট পত্রিকা ছিল না, যা 'বর্তমান সত্য'-এর কার্যের পক্ষে সমর্থন করত। 'ডে-ডন' ছিল 'ক্ষুদ্র পালের' সত্য অবস্থান রক্ষাকারী শেষ পত্রিকা; কিন্তু প্রভু ভ্রাতা মিলারকে এই স্বপ্ন দেওয়ার কয়েক মাস আগেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; এবং বন্ধ হওয়ার শেষে মৃত্যুযন্ত্রণায় ক্লান্ত, দীর্ঘশ্বাস-ফেলা সন্তগণকে তাঁদের চূড়ান্ত মুক্তির সময় হিসেবে ১৮৭৭ সালের দিকে নির্দেশ করেছিল, যা তখন ভবিষ্যতে ত্রিশ বছর দূরে ছিল। হায়! হায়! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ভ্রাতা মিলার তাঁর স্বপ্নে এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য 'বসে পড়ে কাঁদলেন'।

৮। রত্নভাণ্ডারটি ভ্রাতা মিলার যে দ্বিতীয় আগমনের সত্য বিশ্বে প্রচার করেছিলেন, তারই প্রতিনিধিত্ব করে, যেমনটি দশ কুমারীর উপমায় চিহ্নিত আছে। মথি ২৫:১–১১। প্রথমত, সময়: ১৮৪৩; দ্বিতীয়ত, অপেক্ষার সময়; তৃতীয়ত, ১৮৪৪-এর সপ্তম মাসে মধ্যরাত্রির আহ্বান; এবং চতুর্থত, বন্ধ দ্বার। ১৮৪৩ সাল থেকে দ্বিতীয় আগমন-সংক্রান্ত পত্রিকা পড়েছেন এমন কেউই অস্বীকার করবেন না যে ভ্রাতা মিলার দ্বিতীয় আগমনের ইতিহাসে এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমর্থন করেছেন। এই সুষম সত্যব্যবস্থা বা 'রত্নভাণ্ডার' তাঁদের দ্বারাই ছিন্নভিন্ন করে আবর্জনার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যে সত্যসমূহ তাঁরা ভ্রাতা মিলারের সঙ্গে মিলে নির্ভীকভাবে জগতে প্রচার করেছিলেন, সেই সত্যগুলিকেই অস্বীকার করেছে।

৯. 'ময়লা-ঝাড়ু' হাতে যে ব্যক্তি, তিনি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার [প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯-১২,] মাধ্যমে উন্মোচিত বর্তমান সত্যের স্বচ্ছ আলোর প্রতিনিধিত্ব করেন, যা এখন অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ভ্রান্তিগুলিকে শোধন করে অপসারণ করছে। বর্তমান সত্যের আন্দোলন ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তে পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে, এবং তখন থেকে অদ্যাবধি ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এসেছে। 'ময়লা-ঝাড়ু' চলমান আছে, এবং সত্যের স্বচ্ছ আলোর সম্মুখে ভ্রান্তিগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; আর কিছু মূল্যবান রত্ন, যারা অল্পকাল পূর্বেও অন্ধকার ও ভ্রান্তির দ্বারা আবৃত এবং দৃষ্টির অগোচরে ছিল, তারা এখন বর্তমান সত্যের স্বচ্ছ আলোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই রত্নসমূহকে প্রকাশ করা এবং ভ্রান্তি অপসারণের এই কার্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ক্রমবর্ধমান শক্তিতে অগ্রসর হইতে নির্ধারিত, যতক্ষণ না সমস্ত সাধুগণ অন্বেষণে আবিষ্কৃত হন এবং জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর গ্রহণ করেন। এটির তুলনা করুন এজেকিয়েলের চৌত্রিশতম অধ্যায়ের সঙ্গে, এবং আপনি দেখবেন যে ১৮৪৪ সাল হইতে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে যে তাঁহার পাল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, ঈশ্বর তাহাদের একত্র করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যীশু আগমন করার পূর্বে, 'ক্ষুদ্র পাল' 'বিশ্বাসের ঐক্যে' একত্রিত হইবে। যীশু এখন 'স্বীয় জন্য এক বিশেষ প্রজা, সুসৎকর্মে উৎসাহী' শুচি করিতেছেন, এবং যখন তিনি আসিবেন, তিনি তাঁহার 'কলীসিয়া'কে 'দাগ বা ভাঁজ বা এরূপ

কোনো কিছু ব্যতীত’ পাইবেন। ’যাঁহার দাওয়া তাঁহার হাতে, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খলিহান শুচি করিবেন, এবং তাঁহার গম শস্যাগারে সঞ্চয় করিবেন, ইত্যাদি।’ মথি ৩:১২।

১০. দ্বিতীয় 'পেটিকা, যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃহত্তর এবং অধিক সুন্দর', যাতে বিচ্ছিন্ন 'রত্ন', 'হীরক' এবং মুদ্রাগুলি একত্রিত হয়েছিল, তা জীবন্ত বর্তমান সত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাল একত্রিত হবে, অর্থাৎ ১,৪৪,০০০ জন, যাঁদের প্রত্যেকের উপর জীবন্ত ঈশ্বরের সীল থাকবে। মূল্যবান হীরকগুলির একটিও অন্ধকারে পড়ে থাকবে না। যদিও তাদের মধ্যে কিছু মাত্র সূচের অগ্রভাগের সমান ক্ষুদ্র, তবুও ঈশ্বর যখন তাঁর রত্নসমূহ সমবেত করছেন, এই দিনে তারা উপেক্ষিত হবে না বা বাদ পড়বে না। [মালাখি ৩:১৬-১৮] তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাতে পারেন এবং যেমন তিনি লোটকে সদোম থেকে ত্বরায় বের করে এনেছিলেন, তেমনি তাদেরও তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে আসতে পারেন। 'প্রভু পৃথিবীতে একটি সংক্ষিপ্ত কার্য সম্পাদন করবেন।' 'তিনি তা ধার্মিকতায় সংক্ষিপ্ত করবেন।' রোমীয় ৯:২৮ দেখুন। জেমস হোয়াইট, 'ভাই মিলারের স্বপ্ন'-এর পাদটীকা।